তনয়া

স্কুলের ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রিরা বাড়ি চলে যায়। বেশীর ভাগ যায় স্কুলের বাসে কিংবা সাইকেলে। খুব কাছাকাছি বাড়ি যাদের তারা হেঁটেই চলে যায়, তবে সেরকম ছাত্রের সংখ্যা কম। কারো কারো বাড়ি থেকে আবার লোক এসে গাড়ি করে নিয়ে যায়।

টিচারদের বেরোতে দেরী হয়। স্কুল ছুটির পরেও আরও কিছু কাজ থাকে। বিভিন্ন টিচারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আছে কাজ। কেউ কেউ আবার তার উপরেও খানিকটা সময় দেয় নিজের ক্লাসের অধ্যাপনা আরও সুচারু রূপে পালন করার প্রয়াসে।

ক্যাথারিণ ফ্লেচার প্রায় দিনই স্কুল বিল্ডিং থেকে বেশ দেরী করে বেরোয়। তবু রোজই গেটের বাইরে এসে দেখে টমি বাইকে ভর দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। টমি স্মিথ হাইস্কুলের ছাত্র। ক্যাথারিণ ওদের ক্লাসে ফিজিক্স পড়ায়। এই সেশন থেকেই ওদের ক্লাস নিচ্ছে ক্যাথারিণ। দু'মাসের উপর হ'ল। প্রথম ক'দিন 'হাই' বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেছিলো ক্যাথারিণ। একদিন থেমে মৌখিক কথাবার্তা বলেছিল। শুনলো টমির বাড়ি ক্যাথারিণের বাড়ির পথেই। এরপর থেকে দুজনে পাশাপাশি সাইকেল করে খানিকটা পথ যাওয়া শুরু করলো। ক্যাথারিণ ব্যাপারটাকে কোনই গুরুত্ব দেয়নি। টমি রোজ রাস্তায় কেন দাঁড়িয়ে থাকে সে প্রশ্ন তার মাথায় জাগেনি। একই দিকে বাড়ি যখন সে ক্ষেত্রে পাশাপাশি সাইকেলে যাওয়া নিয়েও কিছু মনে হয়নি তার। রাস্তা দিয়ে কত লোক যাতায়াত করছে, রাস্তা কারও ইজারা নেওয়া সম্পত্তি নয়।

কথায় কথায় জানতে পেলো, টমি 'ল্যাচ্-কি' বয়। বাড়ির সদর দরজার চাবি পকেটে নিয়ে ঘোরে। যখন খুশি বাড়ি ফিরে দরজা খুলে ঢোকে। ফ্রিজ খুলে খাবার দাবার খুঁজে পেতে নিয়ে খেতে বসে। তারপর খেয়াল-খুশি-প্রয়োজন মত ভিডিও গেম খেলতে কিংবা স্কুলের পড়া তৈরী করতে বসে। ওর মা যখন বাড়ি ফেরে টমির তখন মধ্য রাত্রি। সকালে অনেক দিনই টমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই তার মা বেরিয়ে যায়। মা কোথায় চাকরি করে, কি চাকরি করে, সে বৃত্তান্ত টমি জানে না। জানার কৌতূহলও নেই তার। মা যে যথেষ্ট টাকাকড়ি উপার্জন করছে, মোটামুটি আর্থিক সাচ্ছন্দে দিনপাত করছে তারা - সেটুকু জেনেই সন্তুষ্ট টমি। বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই টমির, পিতৃ পরিচয়ও জানে না সে। তবে মাঝে কিছুদিন একটা গোটা পরিবারভুক্ত হয়ে অন্য সহপাঠীদের মত বাবা-মা-ভাইবোন নিয়ে বেঁচে থাকার স্বাদ পেয়েছিল। তার মা এলিসিয়া যখন মিষ্টার ক্লিফোর্ডকে বিয়ে করে পুরোপুরি গৃহিণীর ভূমিকা পালন করছিল। ক্লিফোর্ড মৃতদার, আগের পক্ষের দুই ছেলে এক মেয়ে। স্যাণ্ডি, প্যাট ও লিডিয়ার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছিল টমির। মিষ্টার ক্লিফোর্ডকেও ভাল লেগেছিল তার। সব চাইতে ভাল লেগেছিল নিজের মাকে নতুন রূপে পেয়ে।

কিন্তু কপাল মন্দ টমির। দু'বছরের মাথায় ক্লিফোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে বিয়ে ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এলো মা। নতুন শহরে এসে একটা চাকরি জুটিয়ে বাসা ভাড়া নিলো। এখানকার হাইস্কুলে ভর্তি হ'ল টমি। মিস ক্যাথারিণ ফ্লেচারের ক্লাসে ভার্জিনিয়াতে বসেও ফ্লোরিডার সেই দিনগুলো ভুলতে পারে না টমি। মি: ক্লিফোর্ড, স্যাণ্ডি, প্যাট ও লিডিয়ার কাছে ফিরে যেতে ভারি ইচ্ছে করে তার। সবচেয়ে বেশী ইচ্ছে করে মা'র সেই স্বল্প দু'বছরের রূপটাকে চিরন্তন করে ফিরে পেতে।

ক্যাথারিণের মায়া পড়ে গেল ছেলেটার উপর। সে নিজে বাবা-মা'র স্নেহ-যত্নে মানুষ হয়েছে, অনাবিল আনন্দে জীবন কাটিয়েছে এতকাল। একটা সুস্থ স্বাভাবিক শৈশব থেকে বঞ্চিত কিশোরের দুঃখ আন্দাজ করতে পারে সে। এরপর মাঝে মাঝে টমিকে স্কুলের পর ম্যাকডোনাল্ডে হ্যামবার্গার কিংবা ডেয়ারি-কুইনে আইসক্রীম খেতে নিয়ে যেতো। ক্যাথারিণের নিজেরও বাড়ি ফেরার কোন তাড়া ছিল না। স্কুলের কাছেই একটা ছোট্ট দু'কামরার অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। তার বয়স ছাব্বিশ পেরিয়ে গেলেও এখন অবধি কোনও সিরিয়াস বয়ফ্রেণ্ড নেই যদিও বন্ধুবান্ধব আছে কয়েকজন। উইকএণ্ডে মাঝে মাঝে ম্যারীল্যাণ্ডে গিয়ে বাবাকে দেখে আসে। ক্যাথারিণের মা গত বছর মারা গেছেন। বাবার শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। কয়েক বছর আগে, মা'র জীবিতকালেই, ওরা একটা অ্যাসিস্টেড হোমে এসে উঠেছিল। বয়স বা অসুস্থতার দরুন যারা নিজেদের দেখাশোনা করতে অক্ষম, তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা আছে সেখানে। সেদিক দিয়ে বাবার সম্বন্ধে ক্যাথারিণ নিশ্চিন্ত। টাকা পয়সার অভাব কোনদিন অনুভব করেনি ক্যাথারিণ। বাবা বড় চাকরি করতেন। ম্যারীল্যাণ্ডে বিরাট বাড়ি আছে। সেখানে ভাড়াটে বসিয়েছিলেন বাবা। বেশী ঝুট ঝামেলা হ'লে বাড়িখানা বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ক্যাথারিণকে। তবে অর্থের প্রয়োজনে নয়। অ্যাসিস্টেড হোমের ছোট্ট আধুনিক অ্যাপার্টমেণ্টখানা কেনার পরও যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত আছে বাবার।

নিজের শৈশব ও যৌবনের দিনগুলোর দিকে চেয়ে একটা কানায় কানায় সুখী সন্তুষ্ট পরিবারের অভিজ্ঞতা দিয়ে টমির রিক্ততার ব্যথা বুঝতে পারে ক্যাথারিণ। তার প্রতি টমির আকর্ষণ আত্মীয়-বন্ধুহীন কিশোরের একাকীত্ব ঘোঁচানোর তাগিদ ছাড়া আর কিছু নয়।

পর পর দু'টো উইক-এণ্ডে ম্যারীল্যাণ্ডে যাওয়া হয়ে ওঠেনি ক্যাথারিণের। গত শনিবার বলটিমোরে অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে গিয়েছিল টমিকে নিয়ে। তার আগের সপ্তাহে ওরা গেছিল নিউইয়র্ক। প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ম্যারীল্যাণ্ডে এসেছে ক্যাথারিণ। অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে দেখে কেউ নেই। হোমের রিসেপশনে গিয়ে শুনলো বাবা নাকি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। দু'দিন আগে ছাড়া পেয়ে হোমের নিজস্ব মেডিক্যাল উইং'এ রয়েছে। এখানেই থাকবে আপাতত। অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে আসার আশা নেই।

বাবা এত সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ অথচ ক্যাথারিণ তার বাষ্পমাত্র অনুমান করতে পারেনি। বাবার রোগটা নাকি বছর দুয়েক আগে ধরা পরে। বাবা ও মা দু'জনের মধ্যে কে আগে যাবে এ নিয়ে নাকি বন্ধুদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতো তারা, এমন কি বাজিও ধরেছিল। বাবারই আগে যাওয়ার কথা, হঠাৎ মা বাবাকে হারিয়ে দিয়ে চলে গেল। ক্যাথারিণকে যে তাদের অসুখের কথা জানানো হয়নি এ ষড়যন্ত্রে বাবা ও মা দু'জনেরই সমান হাত ছিল। কিছুই যখন করার নেই তখন দুঃসংবাদটা আগে থেকে চাউড় না করে যতদিন পারা যায় হেসে খেলে কাটানোই শ্রেয় - এই যুক্তি তাদের। ক্যাথারিণকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতো দু'জনেই। বাবা-মা'র আসন্ন মৃত্যুর কথা জেনে মেয়েটা আগে থেকে কষ্ট পাক এটা তারা চায়নি।

অথচ ক্যাথারিণের সব শান্তি চিরদিনের মত নষ্ট করে দিল বাবা। মৃত্যুশয্যায় একটা বন্ধ খাম তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দু'চোখের জলের ধারায় শীর্ণ কপোল শিক্ত করে অস্ফুট স্বরে কি জানি কি মিনতি করলো।

ক্যাথারিণ একান্তে বসে খাম খুলে আদ্যোপান্ত পড়লো চিঠিখানা। তার বাবার চিঠি। ক্যাথারিণকে লিখেছে। চিঠিখানা তার মা'র মৃত্যুর কিছুদিন পরে লেখা। কয়েক মাস হয়ে গেছে। এতদিন দ্বিধা-দ্বন্দে কেটে গেছে। মেয়ের হাতে চিঠিখানা তুলে দিতে বেধেছে তার। এখন মৃত্যু

একেবারে সন্নিকটে জেনে লজ্জা, দ্বিধা, ভয় বিসর্জন দিয়ে চিঠিখানা মেয়ের হাতে দিয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ক্যাথারিণ বজ্রাহতের মত বসে রইলো। তার পুরোনো পরিচিত পৃথিবী মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

ক্যাথারিণের মা'র নাম ছিল এমিলি। বাবা রিচার্ড। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে আদর্শ দম্পতি বলে মনে করতো সবাই। কিন্তু রিচার্ডের যে একটা অতীত জীবন ছিল সেটা সযত্নে গোপন করে রেখেছিল সকলের কাছে।

রিচার্ডের যখন বাইশ বছর বয়স, তখন সে হেলেনের প্রেমে পড়ে। হেলেন হাই-স্কুলের টিচার। রিচার্ড তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় সবে এসেছে। পরিচয়ের অল্প কিছুদিন পরেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় রিচার্ড ও হেলেন। রিচার্ডের মতে এটা ছিল লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, এক স্বর্গীয় অনুপম প্রেম। হেলেন কি ভেবেছিল কে জানে। হাই-স্কুলে সর্বজনপ্রিয় শিক্ষিকা ছিল হেলেন। সুন্দরী মেধাবী কর্মকুশল। বিয়ের এক বছরের মধ্যে তাদের একটি মেয়ে জন্মায়। নাম হেনরিয়েটা। রিচার্ড আদর করে ডাকতো 'মিকি', 'মিকি মাউস' বলে। মিকি যখন এক বছরের, রিচার্ড আরও ভাল একটা চাকরি নিয়ে টেনেসি চলে গেল। হেলেন স্কুলের চাকরি ছেড়ে রিচার্ডের সঙ্গে যেতে রাজী হল না। অগত্যা রিচার্ড একাই টেনেসি পাড়ি দিল। কাজের চাপে ছুটি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া যাবার উপায় নেই। অথচ রিচার্ডের মন প্রাণ পড়ে আছে সেখানে। হেলেন ও মিকির কাছে। তিনমাস পর তিন দিনের ছুটি নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় এলো কিন্তু পরিবারের সঙ্গে দেখা হল না। মিকিকে নিয়ে হেলেন বাইরে গেছে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে। ভাঙা মন নিয়ে টেনেসি ফিরে গেল রিচার্ড।

রিচার্ড নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল হেলেনের সঙ্গে তবু বিন্দু বিসর্গ টের পায়নি হেলেনের কার্যকলাপ। ফোনে হেলেন ভাণ করতো যেন সবকিছু স্বাভাবিক চলছে। কিন্তু রিচার্ড ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে শুনলেই আগে ভাগে কোথাও কেটে পড়তো। এইভাবে দীর্ঘ আট মাসে তিনবার টেনেসি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এসে ফিরে গেছে রিচার্ড স্ত্রী কন্যার সঙ্গে দেখা করতে না পেয়ে। এরপর রিচার্ড অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে হানা দিল। হেলেনের পুরোনো বাড়িতে নতুন বাসিন্দা বসেছে, হেলেনের খবর তারা জানে না। হেলেনের স্কুলে গিয়ে শুনলো হেলেন অনেকদিন আগে স্কুলের চকরি ছেড়ে চলে গেছে। এর বেশী কেউ কিছু বলতে চায় না। রিচার্ড হেলেনের প্রাক্তন সহকর্মীদের দোরে দোরে অনেক ঘোরাঘুরি করলো, তার স্ত্রী কন্যার হদিশ পেতে সাহায্য ভিক্ষা করে। শেষে তাদেরই কেউ কৃপা-পরবশ হয়ে জানালো ব্যাপারটা। হেলেন নাকি তার কোন ছাত্রের সঙ্গে গোপনে প্রেম করতো। এরপর সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে হেলেন ছাত্রকে নিয়ে ইলোপ করেছে এবং এই অপরাধে স্কুল কতৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করেছে। ছাত্রের বয়স সতেরো বছর। তখনও নাবালক।

এরপর ঠিকানা জোগাড় করে সান হোজের এক এঁদো পাড়ায় গিয়ে হেলেনের দর্শন মেলে। প্রথম দর্শনেই সকল সত্যতা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। হেলেন সন্তান-সম্ভবা। অন্তত সাত আট মাসের পোয়াতি সে। রিচার্ডের টেনেসি যাত্রার পর বছর ঘুরতে চলেছে।

মিকিকে নিয়ে রিচার্ড নিজের ছোট ভাই চার্লির বাড়ি গিয়ে উঠলো। চার্লির বউ পামেলার হাতে মিকির দেখাশোনার ভার সঁপে দিয়ে টেনেসিতে কাজে যোগ দিলো আবার। এর পরের বছরগুলো মিকিকে কেন্দ্র করেই বেঁচেছিল রিচার্ড। ছুটি ছাটা পেলেই লুইসিয়ানায় চার্লিদের বাড়ি

চলে আসতো। মাঝে মাঝে চার্লি ও পামেলা মিকিকে নিয়ে টেনেসিতে চলে আসতো। রিচার্ডের একক বাড়িতে ক'দিন আনন্দের বান বয়ে যেতো। চার্লিকে মিকির ভরণ-পোষণের খরচ দিতো রিচার্ড। চার্লি ও পামেলার মেয়ে ইসাবেলের সঙ্গে সমান আদর যত্ন পেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল মিকি, ইসাবেলার বোনের পরিচয়ে। তারপর হঠাৎ তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

এক স্বল্প পরিচিত প্রতিবেশীর বিয়েতে প্রতিবেশীর বন্ধুর বোন এমিলির সঙ্গে প্রথম আলাপ। ডান্স-ফ্লোরে রাতভোর নেচে ভোর রাত্রে প্রোপোজ করলো রিচার্ড। অনুরোধ করলো ভেবে দেখতে। ভাবাভাবির জন্যে সময় নিলো না এমিলি। তক্ষুনি সম্মতি দিয়ে ফেললো। এবারও প্রথম দর্শনেই প্রেম। এবার দু'পক্ষেই। এর কিছুদিন পরে রিচার্ড চাকরিসূত্রে ম্যারীল্যান্ড গেল। ম্যারীল্যান্ডে যাওয়ার দু'বছর পর এমিলির সঙ্গে বিয়ে হল রিচার্ডের। বিলম্বের হেতু এমিলির বাবা মা। এমিলির তখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স। রিচার্ডের তিরিশ পেরিয়ে গেছে। তাদের অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আধ-ডজন খানেক যৎপরোনাস্তি যোগ্যতাসম্পন্ন পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে রিচার্ডকে কেন বেছে নিলো ভেবে পেলো না এমিলির বাবা মা। তবে এমিলি যখন দু'বছরেও মত পাল্টালো না, জিদ ধরে রইলো যে বিয়ে করলে একমাত্র রিচার্ডকেই বিয়ে করবে অন্য কাউকে নয়, বাবা মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিতে বাধ্য হলেন। স্বাধীন দেশের সাবালিকা মেয়ে; বাবা মা'র মত চেয়েছে সেই ঢের।

রিচার্ডের যে আগে একবার বিয়ে হয়েছিল এবং একটা বছর দশেকের মেয়ে আছে একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি এমিলি। রিচার্ডই রকম সকম দেখে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে সাহস পায়নি।

বিয়ে হয়ে গেল। দশমাসের মাথায় ফুটফুটে সন্তান জন্মালো তাদের। রিচার্ড ও এমিলির একমাত্র সন্তান, ক্যাথারিণ। ক্যাথারিণ যখন এক বছরের তখন স্বামীর অতীতের গুপ্তকথা কোনভাবে এমিলির কানে আসে। তার আগে অবধি চার্লির বাড়ি এমিলিকে নিয়ে অবাধে আসা যাওয়া করেছে রিচার্ড। তাদেরও নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে এনেছে বহুবার। মিকিকে রিচার্ড ভীষণ ভালবাসে এ কথা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল এমিলি কিন্তু এর মধ্যে দোষণীয় কিছু চোখে পড়েনি তার। হঠাৎই একদিন অঘটন ঘটলো। রিচার্ডের এক প্রাক্তন সহকর্মী যে হেলেন ও রিচার্ডের বিয়েতে বেস্টম্যান হয়েছিল এবং যার সঙ্গে রিচার্ডের বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এবং ভবিষ্যতে দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা করেনি রিচার্ড, হঠাৎ ভাগ্যচক্রে রিচার্ডের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়িতে এসে হাজির হ'ল এবং অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশত রিচার্ডের সব গুপ্ত কথা প্রকাশ করে ফেললো।

রিচার্ড বাড়ি ফিরে দেখে এমিলি ক্যাথারিণকে কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একটা স্যুটকেস। রিচার্ডকে ঠিক দশ মিনিট সময় দিলো এমিলি। হয় রিচার্ড অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক নিঃশেষ করে দেবে, নয় এমিলি মেয়েকে নিয়ে এই মুহূর্তে চলে যাবে চিরদিনের মত।

রিচার্ড এমিলিকে ছাড়তে পারলো না। কথা দিলো মিকিকেই তার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। রিচার্ডের অনুরোধে চার্লি ও পামেলা মিকিকে অনাথালয়ে দিয়ে এলো যদিও তাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। তারা বলেছিল রিচার্ডকে মিকির জন্যে টাকাকড়ি দিতে হবে না। তারাই মিকির ভরণ পোষণের ভার নেবে। কিন্তু মিকিকে রিচার্ডের পরিচিত জগৎ থেকে দূরে সরানোর অন্য কোন পথ ছিল না। রিচার্ডের মুখ চেয়ে তারা মিকিকে অজানার অন্ধকারে ঠেলে দিলো।

শেষ অবধি মিকির কি হ'ল ওরা কেউই জানে না। যতদিন এমিলি ছিল জানার চেষ্টা করেনি রিচার্ড। বুকের কাছে একটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল। সময়ের সাথে সাথে যন্ত্রণাটা সহ্য হয়ে

এলেও সেটা কোনদিনই পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। দু' বছর আগে রোগটা ধরা পড়ার পর পুরোনো ক্ষত থেকে আবার রক্ত ক্ষরণ শুরু হল। মিকি এখন কোথায় কিভাবে আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, এ সব প্রশ্ন রিচার্ডের মনের মাঝে তোলপাড় করতে লাগলো ---।

এমিলিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে নিজের অন্তরের হাহাকার অন্তরেই চেপে রেখেছিল এতদিন। এমিলি আগে চলে গেল, রিচার্ডকে প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত করে। এর পরও দ্বিধা দ্বন্দ কাটিয়ে উঠতে পারলো না রিচার্ড, ক্যাথারিণ তার বাবার এই গুপ্ত অতীতের কথা জানতে পারলে কি প্রচণ্ড আঘাত পাবে সেটা কল্পনা করে। কিন্তু আর সময় নেই। একবার শুধু মিকির খবর পেতে খুব ইচ্ছে করে। রিচার্ড জানে মিকি কোনদিন তার বাবাকে ক্ষমা করতে পারবে না। এক কথায় বাবা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার জীবনের সকল সম্ভাবনা নির্মূল করে দিয়ে নিজের সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বেছে নিলো। কিন্তু মিকির কি অপরাধ?

চিঠিটা পড়ে যেন পাথর হয়ে গেল ক্যাথারিণ। রাগ দুঃখ বিস্ময় ঘৃণা কোন অনুভূতিই স্পর্শ করলো না তাকে। শুধু এক নিঃসীম গভীর শূন্যতার গহ্বরে তলিয়ে যেতে লাগলো ক্যাথারিণের মর্মন্তুদ আঘাতে মুমুর্ষু হতচেতন বোধশক্তি।

ভার্জিনিয়ায় ফিরে এসে সিক্ লিভ নিয়ে বাড়ি বসে রইলো ক্যাথারিণ। তারপর উইক-এণ্ডে আবার পাড়ি দিলো ম্যারীল্যাণ্ডে। রিচার্ডের অবস্থার আরও খানিকটা অবনতি হয়েছে এ'কদিনে। প্রায় সময় আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। আবার কখনো মিনিট কয়েকের জন্যে সজাগ হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে। এই ভাবে হয়তো পাঁচ দশ এমন কি পনেরো দিনও বেঁচে থাকতে পারে। ডাক্তার সঠিক বলতে পারলো না আরও ঠিক ক'দিন বেঁচে থাকবে রিচার্ড। শনি রবি দু'টো দিন ক্যাথারিণ রুগীর কেবিনের বাইরে চেয়ারে বসে কাটালো। ভেবেছিল রিচার্ডের জ্ঞান ফিরলে দু'টো কথা বলতে পারবে। কিন্তু রিচার্ডের আচ্ছন্নতা কাটলো না। চলে আসার আগে নার্সের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে রিচার্ডকে দেখে এলো। রিচার্ড মেয়েকে চিনতে পারলো কিনা বোঝা গেল না। ক্যাথারিণ একটা খাম নার্সের হাতে দিয়ে বললো, যখন ভাল অবস্থায় থাকবেন চিঠিটা ওঁকে দিও। নার্স খামটা ওর হাত থেকে নিয়ে রিচার্ডের বালিসের তলায় রেখে দিলো। ক্যাথারিণের বুকটা কান্নায় ভরে এলো। ওর চিঠিখানা বাবার মাথার তলায় ঠাঁই পেয়েছে - বাবা নিশ্চয়ই ওর মনের স্পর্শ পাচ্ছেন, চিঠির কথাগুলো ভাষার মাধ্যম ছাড়াই ওঁর অন্তরদেশে পৌঁছে গেছে - কেন যেন একেবারে নিশ্চিতরূপে প্রত্যয় হ'ল ক্যাথারিণের। আলতো ভাবে বাবার কপালটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে হাতখানা নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

এবার ভার্জিনিয়ায় এসে দারুণ ব্যস্ততায় ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। স্কুলের বাইরের সময়টা নতুন চাকরির খোঁজখবর নিতে লাগলো। যত শীগ্গীর সম্ভব এখান থেকে চলে যাবে ক্যাথারিণ। এতদিন ঘন ঘন ম্যারীল্যাণ্ড যাবার তাগিদ ছিল। বাবা চলে গেলে আর কোন পিছটানই থাকবে না ক্যাথারিণের। এবার অনায়াসে দূর দেশে চলে যেতে পারবে। এখানে আর এক দণ্ড থাকতে ইচ্ছে করে না তার।

প্রায় সাথে সাথেই নতুন চাকরির অফার পেয়ে গেল। ভার্জিনিয়া থেকে বহু দূরে। মন্টানায়। তবে এক্ষুনি জয়েন করতে হবে না তাকে। মাস দেড়েক সময় পাওয়া যাবে মাঝে। ক্যাথারিণ এই দেড় মাস ছুটি নেবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছে। চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে লম্বা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দেবে। খুব সম্ভব ছুটির মাইনেটা কাটা যাবে। তাতে কিছু এসে যায় না ক্যাথারিণের। এই স্কুলে আজ চার বছর কাজ করছে সে। ভাল টিচার হিসেবে নাম করেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্যাথারিণের পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা জানেন - কিছুদিন আগে মা মারা গেছে, বাবা মৃত্যুশয্যায়।

এই অবস্থায় ক্যাথারিণ যদি মনে করে স্থান পরিবর্তনে তার মানসিক কষ্ট লাঘব হবে, স্কুলের তরফ থেকে সর্বতোভাবে সহযোগ করবেন তাঁরা।

পরপর ক'দিন টমি ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। আজও ক্লাসে আসেনি। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওকে দেখতে পেলো ক্যাথারিণ। সেই পুরোনো জায়গাটাতে সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এর আগে বরাবর যেমন থাকতো।

ক্যাথারিণকে দেখে কাছে এসে বললো, "হাই ক্যাথি!"

ক্যাথারিণ ফুঁসে উঠলো, "মিস্ ফ্লেচার প্লীজ! আমি টিচার, সে কথা মনে রেখে কথা বলবে। ক'দিন ক্লাসে আসোনি কেন? এবারকার অ্যাসাইনমেণ্টটাও অতি যাচ্ছেতাই হয়েছে। আমি কিন্তু তোমার নামে রিপোর্ট করবো। সাবধান করে দিলাম।"

টমি বিস্মিত আহত দৃষ্টিতে ক্যাথারিণের মুখের পানে দেখেই চোখ নামিয়ে নিলো। তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো।

ক্যাথারিণ দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি করলো, "জাহান্নামে যাও।"

রিচার্ডের চিঠিখানা ক্যাথারিণের সুন্দর সাজানো-গোছানো জীবনটাকে একটানে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। জীবনের ঘটনা প্রবাহ, বাবার প্রকাশ করা গুপ্ত অতীতের আঘাতের মাত্রা, এসব নিয়ে যতবার একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্কের মত ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করতে বসেছে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে ওর চিন্তাধারা প্রতিহত হয়েছে প্রতিবার। হেলেনের নাবালক প্রেমিক। টমির মুখখানা মনের আকাশ জুড়ে ফুটে উঠেছে সকল চিন্তা ভাবনাকে গ্রাস করে। দারুণ আতঙ্ক আর বিতৃষ্ণায় অসাড় হয়ে যায় ক্যাথারিণ। সেও কি অন্য এক হেলেন? না - না - না -।

ঘরে ঢুকেই টেলিভিসনটা সুইচ টিপে অন করে দিয়েছিল প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মে। এতক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে একটার পর একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেছে। আপাতত কোর্ট কাছারির কেস নিয়ে আলোচনা করছে বিশেষ সংবাদদাতা। নিউ অর্লিয়েন্সে হালেই একজন মহিলা অপরাধী ধরা পড়েছে। সিঙ্গল মাদার, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, পাঁচটি ছেলেমেয়ে। চাকরি করে না, বেকার ভাতার টাকাটা যেমন খুসি খরচ করে। বাচ্চাদের খাওয়া-পড়া, স্কুল একেবারে কিচ্ছুটি দেখে না। শেষে প্রতিবেশীরা পুলিসে খবর দিতে পুলিস এসে বাড়িতে হানা দেয়। অকথ্য পরিবেশ। মা বসে বসে ভিডিও গেম খেলছে। বেশ কিছু নেশার সামগ্রীও রয়েছে বাড়িতে। পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে - কোনও সাড়াশব্দ চিহ্নমাত্র নেই তাদের। খুঁজতে খুঁজতে বেসমেণ্টে গিয়ে দেখে হাড্ডিসার, ধুকড়ি-পরা বাচ্চাগুলো ভয়ার্তমুখে সেলারের এককোনে লুকিয়ে আছে। বিশেষ সংবাদদাতার কথার ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো আবার করে দেখাচ্ছে। বাড়ির দৃশ্য, কোর্টের দৃশ্য, পাড়াপ্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া।

ক্যাথারিণ খুব একটা টেলিভিসনের ভক্ত নয়। অভ্যাশবশে প্রায়ই টিভি অন করে রাখলেও মনোযোগ দেয় না সেদিকে, নেহাৎ বাছা কোন বিশেষ প্রোগ্রাম না থাকলে। আর এই মুহূর্তে যেটা দেখাচ্ছে, এক অসুস্থমনস্ক স্ত্রীলোকের বিকৃতরুচি ক্রিয়াকলাপ - এসব দারুণ অপ্রীতিকর ক্যাথারিণের কাছে। তবু আজ সে অন্য দিনের মত ক্ষিপ্র হাতে চ্যানেল বদল না করে নিশ্চল ভাবলেশহীন মুখে বসে রইলো টিভির স্ক্রীনের সামনে। অমনযোগিতার দেয়াল ভেদ করে একটা শব্দ হঠাৎ কাণে আসতেই চমকে উঠলো সে। ফ্লেচার। অপরাধী স্ত্রীলোকটির পদবী আর ক্যাথারিণের পদবী এক। স্ত্রীলোকটির নাম হেনরিয়েটা ফ্লেচার। হঠাৎ ক্যাথারিণের সর্বদেহ কণ্টকিত হয়ে উঠলো কি এক অজানা আশঙ্কায়।

এমিলি চিরকাল স্বামীর আত্মীয়দের এড়িয়ে চলেছে। মেয়েকে আগলে রেখেছে তাদের কাছ

থেকে। চার্লস ও পামেলার প্রতি বিশেষ বিরূপ ছিল সে মিকির পিতৃ পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পর থেকে। তাদের সঙ্গে ক্যাথারিণের মাত্র কয়েকবার দেখা হয়েছে বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে। মেলামেশার সুযোগ পায়নি কোনদিন।

চার্লসের অফিসে ফোন করে ওদের বাড়ির ফোন নাম্বার জোগাড় করলো ক্যাথারিণ।

পামেলা ফোন ধরলো, "কাকে চান?"

"আমি ক্যাথারিণ ফ্লেচার। আমার বাবা রিচার্ড ফ্লেচার মৃত্যুশয্যায়। তাঁর চিঠি পড়ে তাঁর আগের পক্ষের মেয়ে মিকির কথা জানতে পারলাম। বাবা মৃত্যুর আগে একবার তাঁর হারানো মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। আপনারা মিকিকে কন্যা স্নেহে পালন করেছিলেন। সে কোথায় কি অবস্থায় আছে জানেন কি?"

ফোনের অপরপ্রান্তে কান্নায় ভেঙে পড়লো পামেলা। "মিকির কথা জানতে চেয়ো না। আমরাও এতদিন জানতাম না মিকি আদৌ বেঁচে আছে কিনা। টেলিভিসনের খবর থেকে জানলাম তার অধোগতির কথা। হা ঈশ্বর, এর চাইতে মেয়েটা যদি বেঁচে না থাকতো ----।"

ক্যাথারিণ আপ্রাণ আত্মনিয়ন্ত্রণ করে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো, "তার পোষাকী নাম?"

"হেনরিয়েটা ফ্লেচার, ওই রাক্ষুসী স্ত্রীলোকটাই আমাদের সেই ছোট্ট মিষ্টি মিকি, মিকি মাউস।"

কান্নার তোড়ে পামেলা কথা বলতে পারছিল না। ক্যাথারিণেরও কথা বলতে ভাল লাগছিল না। তার অনেক কাজ পড়ে আছে।

এর পর নিজের স্কুলে ফোন করলো ক্যাথারিণ। আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন সেরে নিয়ে জিনিসপত্র প্যাক করতে বসলো। সারা সন্ধ্যা - প্রায় অর্ধ রাত্রি অবধি - কাজ করে সব সেরে কয়েকটা দরকারী চিঠি লিখলো। ল্যাণ্ডলেডীকে বাড়ি ছাড়ার কথা জানিয়ে তার পাওনা চেক, স্কুলের রেজিগ্‌নেশন লেটার, সহকর্মীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে খানিক হৃদ্যতা ছিল তাদের বিদায় জানিয়ে সংক্ষিপ্ত ক'লাইন। খামে স্ট্যাম্‌প লাগিয়ে চিঠিগুলো হ্যাণ্ডব্যাগে ভরলো। সকালে যাবার পথে পোস্টাপিসে পোস্ট করে দেবে।